তারিখ ... 29 AUG 1997 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ ...

শিক্ষার সঙ্কট এবং কিছু করণীয়

সালেহ চৌধুরী

শিক্ষার সমস্যা দীর্ঘ দিনের। সুষ্ঠু নীতির আওতায় সুচারু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পরপর শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু হাতে নিয়েছিলেন। কুদরতে খোদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের সুযোগ আমাদের হয়নি। এরপর থেকে উপস্থিত মুহূর্তের গোঁজামিল দিয়েই শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার চেষ্টা চলে আসছে। 'শিক্ষার মানোন্নয়ন' আসন্ন নতুন শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি 'শিক্ষিত জাতি গঠনের প্রয়োজন' প্রভৃতি বড় বড় কথা বলা এবং এখানে ওখানে এটা সেটা রদবদল করা হয়ত হয়েছে, সময়োপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসাবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে কিছুই করা হয়নি।

এভাবে গোঁজামিল দিয়ে শিক্ষার চাহিদা মেটানো সম্ভব হওয়ার নয়। হচ্ছেও না। দেশে শিক্ষার মান নিয়ে অসন্তোষ গভীর হয়ে ওঠাকে এর থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নাই। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এ বিষয়টির প্রতি নজর ফেরান। ব্যবস্থা নেন, কুদরতে খোদা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে, এবং অবশ্যই বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের।

কাজটি এমনই জরুরী যে, এ নিয়ে তেমন কোন আপত্তিও কোথাও দেখা যায়নি। সবাই নীরবেই এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান। দুই যুগ আগের একটি প্রতিবেদনকে ঘসামাজা করে চালু করতেও সময়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সঙ্গতভাবেই সার্বিক নীতির অনুপস্থিতিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও একইভাবে খুঁড়িয়ে চলছে। মানের অধোগতি নিয়ে অভিযোগের মাত্রা বাড়ছে। শিক্ষা পরিস্থিতিতে উন্নতির আশা তাই ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে।

নয়া শিক্ষানীতি আসছে, এই আশ্বাসের বুকবাঁধা হয়তো তেমন কষ্টকর ছিল না। তবে এরই মাঝে আরও কিছু সমস্যা যুক্ত হয়ে বিষয়টাকে ঘোরালো করে তুলতে শুরু করছে। এ ব্যাপারগুলোর প্রতি নজর দেয়া দরকার।

উপরের দিক থেকে দেখতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস এবং অস্থিরতা কাটছে না। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। এর সুযোগ নিয়ে জাঁকিয়ে বসছে বেসরকারী আয়োজনের নামে শিক্ষা ব্যবসায়। এ পর্যন্ত ষোলটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে গেছে। অনেক অভিভাবক সুষ্ঠু শিক্ষার আশায় বিপুল ব্যয়ের বোঝা মাথায় নিয়েও এসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হচ্ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির মত অপরাধও মেনে নেয়া যেতো যদি এসব প্রতিষ্ঠানের উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করা সম্ভব হত। তাও হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু থাকার ন্যূনতম চাহিদাও এখনও পূরণ করতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত জায়গা বা বাড়ি-ঘরও এদের নেই। নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত হওয়ার ভয়ই বড় হয়ে উঠছে। আরও একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। নিজেরা শিক্ষক নিয়োগের বদলে এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের দায় মেটাচ্ছে। একটি ক্লাস নিলেই নাকি বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে যায়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরাও তাই নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজে ফাঁকি দিয়েও এসব বাড়তি কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পঙ্গু করে তুলছে।

কলেজ পর্যায়ের-শিক্ষায়ও কিছু নতুন বিপত্তি যোগ হয়েছে। অনেক কলেজে সম্মান এবং মাস্টার্স শিক্ষা চালু হওয়ার পর এসব কলেজ ক্রমেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সূচী পরিহার করতে চাইছেন। মাধ্যমিকের পর শিক্ষার্থী-দের নিম্নমানের কলেজে ভর্তি হওয়াই তাই বাধ্যতামূলক হয়ে উঠতে চলেছে। নামী-দামী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলো উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী চালু করে নিজেদের মান বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এমনিতে এ নিয়ে আপত্তির কিছু নাই। উচ্চ মাধ্যমিক সহজেই মাধ্যমিকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু অভিযোগ উঠছে, উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই কাজটি করা হচ্ছে। তেমন অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পঠন-পাঠনের মানের অবনতি যেমন অবধারিত, তেমনি মাধ্যমিকের মনোযোগও ব্যাহত হওয়ার ভয় আছে।

আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে—বিগত কয়েক বছরের মধ্যে গজিয়ে ওঠা অনেক কলেজই এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। প্রশ্নব্যাংকের কল্যাণে কৃতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেলে তাদের স্থান-সংকুলানের জন্যে কলেজের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্থানীয় উদ্যোগে গ্রামে-গঞ্জেও বহু কলেজ চালু হয়ে যায়। পরীক্ষায় কড়াকড়ি ফিরিয়ে আনার ফলে মাধ্যমিক পাস শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশ কমে গেছে। এসব কলেজ এখন তাই চালু থাকার মত শিক্ষার্থীও পাচ্ছে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও তার মান নিশ্চিত রাখার জন্যেও তাই কিছু ব্যবস্থা অপরিহার্য। একই সঙ্গে বিপন্ন কলেজগুলো বাঁচিয়ে রাখার কথাও ভাবতে হবে। নিম্নতর পর্যায়ের শিক্ষার বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে এমনটা বলতে অসুবিধা নাই যে, সব কিছু ঠিকমত চললে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে খুব একটা সময় লাগবে না। তাছাড়া কলেজগুলো বন্ধ হলে হঠাৎ করেই বেকারত্বের চাপও বাড়বে। যা কাম্য নয়।

বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাতেও সমস্যার অন্ত নাই। এমনিতেই তো বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা এখন ত্রি-ধারায় বিভক্ত। সাধারণ বিদ্যালয়, ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় আর ক্যাডেট কলেজ। এদের এক মানে আনার উদ্যোগ কোন কালে আর সম্ভব হবে কিনা, বলার উপায় নাই। সাধারণ মানুষ আমরা যদি সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখি, আর যাইহোক, পরিতৃপ্ত বোধ করতে পারি না। পঠন-পাঠনের মান ক্রমেই নামছে। সাধারণ ধারা হিসাবে ওকেই স্বাগত জানাতে হলেও অসুবিধা আছে। আসছে শিক্ষা বছরে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার একটা বড় সংকটের আলামত স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

এর মাঝে বিভিন্ন মহল থেকেই অভিযোগ করা হয়েছে আসছে শিক্ষা বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না। বছর শেষ হতে চললেও এখন পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপার কাজ হাতে নেয়া হয়নি। বাঁধাইকরদের নিয়েও সমস্যা আছে। তড়িঘড়ি করে কিছু বই ছাপা হলেও তা বাঁধাই হবে—এমন ভরসা নাই। বাঁধাইকরদের দাবীদাওয়া নিয়ে বিরোধ আছে। ফয়সলার উদ্যোগ কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এমনিতেই ক'দিন আর ক্লাস হয়। এর মাঝে যদি বই পেতেও সময় চলে যায়, পঠন-পাঠন কেমন হবে সহজেই অনুমেয়। পাঠ্যবই সময়মত প্রকাশের এবং শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা না হলে তাই গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় বড় রকমের বিপত্তি দেখা দেয়ার ভয় আছে।

সমস্যা আমাদের আরও আছে। নোট বইর বিষয়টাও ধরা যেতে পারে। একটা পর্যায় পর্যন্ত নোটবই অনেক দিন থেকেই নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার মত কিন্তু কিছু করা হয়নি। ফলে এখন প্রথম শ্রেণীর জন্যেও নোটবই চালু হয়েছে। লাভ হয়েছে এই, বড় প্রকাশকেরা নিষিদ্ধ প্রকাশনা বাদ দেয়ার পর মফস্বলের বই বিক্রেতারাও যেনতেন প্রকারের একটা কিছু নোটবই নামে বাজারে ছেড়ে দু'পয়সা বানিয়ে নিচ্ছেন। কেবল সর্বনাশ হচ্ছে শিক্ষার। নিষেধাজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত করার কথা শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারটাকে কতটা সুচিন্তিতভাবে সামাল দেয়া হবে আমাদের জানা নেই। ভয় হয় কেবল, অবস্থার না আরও অবনতি ঘটে।

সব মিলে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সমস্যার পাহাড় জমে উঠেছে শিক্ষানীতির অপেক্ষায় তার সমাধান ঝুলিয়ে রাখার উপাই নাই। সাময়িক ব্যবস্থা দিয়ে হলেও যতটা সম্ভব সুস্থ আর স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ অপরিহার্য। শিক্ষার সচল প্রক্রিয়া একদিনের জন্যেও বন্ধ রাখার উপায় নাই। বর্ণিত পরিস্থিতির আলোকে কিছু ব্যবস্থা তাই এখনই নিতে হবে।